বাংলাদেশ পুলিশ গবেষণা নীতিমালা-২০১৮

প্ল্যানিং এন্ড রিসার্চ শাখা
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স
বাংলাদেশ পুলিশ

মুখবন্ধ

একবিংশ শতাব্দীর বিশ্বায়নের যুগে আধুনিক পৃথিবীতে সহিংস জঙ্গিবাদের উত্থান, তথ্য প্রযুক্তি তথা কম্পিউটার নেটওয়ার্ক আশ্রিত সাইবার ক্রাইমসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে অপরাধের যে বিস্তার ঘটেছে বাংলাদেশেও তার অনাকাঙ্ক্ষিত ঢেউ এসে লেগেছে। তবে আশার বিষয় হল, বাংলাদেশ পুলিশ প্রায় সকল ক্ষেত্রেই তাদের দায়িত্ব পালনে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। সমাজে নানা ধরনের অপরাধ প্রবণতার কারণ উদ্‌ঘাটন, অপরাধ দমনে পুলিশের গৃহীত পদক্ষেপসমূহের কার্যকারিতা যাচাই এবং তদ্বিষয়ে নাগরিকদের দৃষ্টিভঙ্গি, গৃহীত পদক্ষেপসমূহের গ্রহণযোগ্যতা ইত্যাদি বিষয় জানার জন্য নিবিড় ও নিরবচ্ছিন্ন গবেষণা অপরিহার্য। এক সময় ক্রমবর্ধমান অপরাধের ভারে ন্যুব্জ বিশ্বের উন্নত দেশসমূহ অপরাধ-সমস্যা সমাধানের পথ গবেষণার মাধ্যমেই খুঁজে পেয়েছিল।

আনন্দের বিষয়, নাগরিকদের সার্বিক জীবনমান উন্নয়নে গবেষণার ক্ষেত্রে সরকারের ক্রম অগ্রাধিকার ধারায় বাংলাদেশ পুলিশও পিছিয়ে নেই। বাংলাদেশ পুলিশের গবেষণা কাজের প্রেক্ষিত ও ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, বাংলাদেশ পুলিশে সময়ে সময়ে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হলেও প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা নতুন মাত্রা পেয়েছে ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে। বিলম্বে হলেও গবেষণার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পুলিশের অদম্য আগ্রহ ও প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে ইতিবাচক। নিরবচ্ছিন্ন গবেষণায় আত্মনিয়োগের ক্ষেত্রে পুলিশের সকল ইউনিটকে একই পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ায় সহভূমিকা পালনে সক্ষম করার প্রত্যাশায় ইতোপূর্বে প্রণীত 'বাংলাদেশ পুলিশ গবেষণা নীতিমালা ২০১৪' এর সংশোধনীসহ নতুন আঙ্গিকে প্রণয়ন করে 'বাংলাদেশ পুলিশ গবেষণা নীতিমালা ২০১৮' প্রস্তুত করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পুলিশের জন্য প্রথম গবেষণা নীতিমালা প্রণয়ন থেকে শুরু করে বর্তমান নীতিমালাটি প্রণয়নের প্রক্রিয়ায় যারা অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে মেধা ও প্রজ্ঞার সর্বোত্তম ব্যবহার করেছেন তাদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পরিচালিত মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রথম প্রহরে হানাদারদের বিরুদ্ধে প্রথম বুলেটটি ছোড়া হয়েছিল পুলিশের থ্রি-নট-থ্রি রাইফেল থেকেই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সতত বলীয়ান বাংলাদেশ পুলিশকে জাতির পিতার নির্দেশিত 'জনগণের পুলিশে' পরিণত করার ক্ষেত্রে 'বাংলাদেশ পুলিশ গবেষণা নীতিমালা ২০১৮' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

তারিখঃ ১০ ডিসেম্বর, ২০১৮ খ্রি.

ড. মোহাম্মদ জাবেদ পাটোয়ারী, বিপিএম(বার)
ইন্সপেক্টর জেনারেল
বাংলাদেশ পুলিশ

ভূমিকা

ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার অংশ হিসেবে জননিরাপত্তা, আইনি সেবা ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিশের উৎপত্তি। তাই পরিবর্তনশীল সমাজের চাহিদা পূরণের জন্য পুলিশকেও পরিবর্তিত হতে হয়। সেই কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন বিশেষ জ্ঞান। গবেষণা এই বিশেষ জ্ঞান সৃষ্টি করে। একবিংশ শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সাথে সাথে অপরাধের ধরনে এসেছে বহুমুখী ও জটিল পরিবর্তন। এসব পরিবর্তনকে অনুধাবনের জন্য তাই নিরবচ্ছিন্ন গবেষণার প্রয়োজন। জনসাধারণের সুরক্ষা সেবার চাহিদা নিরূপণ ও আইনি সেবার প্রভাব বিশ্লেষণও গবেষণার অন্যতম লক্ষ্য।

২০১৩-১৪ অর্থ বছর থেকে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছর পর্যন্ত বাংলাদেশ পুলিশ মোট ৭২টি গবেষণাকর্ম পরিচালনা করেছে। পুলিশ ইউনিটগুলোর গবেষণা পরিচালনার ক্ষেত্রে অভিন্ন কর্মপদ্ধতি গ্রহণ, গবেষকদের সাথে ইউনিটের সম্পর্ক, গবেষণা কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা ইত্যাদি বিষয় সুনির্দিষ্ট করার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছিল 'বাংলাদেশ পুলিশ গবেষণা নীতিমালা ২০১৪'। কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় উক্ত নীতিমালায় কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয় এবং এর মাঝে নতুন কিছু বিষয়েরও আবির্ভাব ঘটেছে। এমতাবস্থায়, ২০১৪ সালের নীতিমালা পর্যালোচনান্তে নতুন আঙ্গিকে একটি নীতিমালা প্রণয়নের প্রয়োজন অনুভূত হয়।

এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ পুলিশ গবেষণা কমিটির তৎকালীন সভাপতি জনাব মোঃ মইনুর রহমান চৌধুরী, বিপিএম, অ্যাডিশনাল আইজি (এইচআরএম), বাংলাদেশ পুলিশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কমিটির ১১তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বাংলাদেশ পুলিশ গবেষণা নীতিমালা ২০১৪ পর্যালোচনা ও প্রয়োজনীয় সংশোধনীসহ নতুন আঙ্গিকে প্রণয়নের লক্ষ্যে জনাব গোলাম রসুল, এমডিএস (একাডেমিক এন্ড রিসার্চ), পুলিশ স্টাফ কলেজ বাংলাদেশ, ঢাকা কে সভাপতি ও এআইজি (পিএন্ডআর)কে সদস্য সচিব করে একটি ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করা হয়। ওয়ার্কিং কমিটি দীর্ঘদিন পরিশ্রম করে বিদ্যমান নীতিমালা পর্যালোচনাসহ সাম্প্রতিক বিষয়াবলী অনুধাবনকরত 'বাংলাদেশ পুলিশ গবেষণা নীতিমালা ২০১৮' এর খসড়া চূড়ান্ত করে মূল কমিটির নিকট উপস্থাপন করেন। মূল কমিটিতে বিস্তারিত আলোচনা শেষে তা গৃহীত হলে ইন্সপেক্টর জেনারেল, বাংলাদেশ পুলিশ মহোদয় এতে সদয় সম্মতি প্রদান করেন।

অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে একটি যুগোপযোগী নীতিমালা প্রণয়নের কাজে জড়িত কমিটির সভাপতিসহ পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে কর্মরত অন্যান্য সদস্যবৃন্দ জনাব এস এম আক্তারুজ্জামান, অ্যাডিশনাল ডিআইজি (ওএন্ডএম), বাংলাদেশ পুলিশ, জনাব শামীমা বেগম, এআইজি (ট্রেনিং-২), বাংলাদেশ পুলিশ, জনাব মহিউল ইসলাম, এআইজি (এনসিবি), বাংলাদেশ পুলিশ, এবং মোঃ ফারুক হোসেন, তৎকালীন অ্যাডিশনাল এসপি (পিএন্ডআর) সহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ প্রকাশ করছি।

তৎকালীন ডিআইজি (এমএন্ডপি) জনাব মোঃ মহসিন হোসেন, এনডিসি ও বর্তমান ডিআইজি (এমএন্ডপি) জনাব এস এম রুহুল আমিন তাঁদের পেশাগত তদারকির মাধ্যমে এ নীতিমালা প্রণয়নের কাজটি সহজতর করে তুলেছিলেন। তাই তাঁদের প্রতিও রইল অশেষ ধন্যবাদ।

পরিশেষে, নীতিমালাটি প্রণয়ন ও প্রকাশের লক্ষ্যে সার্বিক দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য ড. মোহাম্মদ জাবেদ পাটোয়ারী, বিপিএম (বার), ইন্সপেক্টর জেনারেল, বাংলাদেশ পুলিশ মহোদয়ের প্রতি অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

তারিখঃ ০৯ আগস্ট, ২০১৮ খ্রি.

(মোঃ আব্দুর রাজ্জাক)
বিপি নং-৭০০১০২৮১২০
এআইজি (প্ল্যানিং এন্ড রিসার্চ), বাংলাদেশ পুলিশ
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
প্রথম অধ্যায়	১.০ শিরোনাম	০১
	১.১ নীতিমালায় ব্যবহৃত সংজ্ঞাসমূহ	০১
	১.২ গবেষণা নীতিমালার উদ্দেশ্য	০১
দ্বিতীয় অধ্যায়	২.০ গবেষণা কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা	০৩
	২.১ গবেষণার লক্ষ্য	০৩
	২.২ গবেষণাক্ষেত্র	০৩
	২.৩ বাংলাদেশ পুলিশ গবেষণা কমিটি	০৪
	২.৪ গবেষণা কমিটির কার্যপরিধি	০৫
	২.৫ গবেষণা প্রস্তাবের শ্রেণিবিন্যাস	০৫
	২.৬ গবেষণা বিষয়ের প্রস্তাব	০৫
	২.৭ গবেষণা প্রস্তাব মূল্যায়ন পদ্ধতি	০৬
	২.৮ গবেষক/গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাব গ্রহণের মানদন্ড	০৮
	২.৯ গবেষণা শিরোনাম নির্ধারণ	০৯
	২.১০ গবেষণা প্রস্তাবের কাঠামো	০৯
	২.১১ ইউনিটের গবেষণা কমিটি ও তার অধিক্ষেত্র	০৯
	২.১২ গবেষণার ফলাফল	০৯
	২.১৩ গবেষণা প্রতিবেদন/আর্টিকেল প্রকাশের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পুলিশ ইউনিট/সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন গ্রহণ	০৯
	২.১৪ ফলাফল বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ, মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটি	০৯
	২.১৫ গবেষণা প্রস্তাব বাস্তবায়নের মেয়াদ	১২
	২.১৬ সাবজেক্ট ম্যাটার এক্সপার্ট (এসএমই)	১২
	২.১৭ ফিল্ড লিয়াজোঁ অফিসার	১২
	২.১৮ গবেষণা প্রতিবেদনের স্বত্ব	১২
তৃতীয় অধ্যায়	৩.০ পুলিশ প্রতিষ্ঠান/কর্মকর্তা কর্তৃক গবেষণা সম্পাদনা	১৩
	৩.১ গবেষণার উদ্দেশ্য	১৩
	৩.২ গবেষণার ক্ষেত্র	১৩
	৩.৩ গবেষণার শর্তসমূহ	১৩
	৩.৪ গবেষণা তহবিল	১৪
	৩.৫ গবেষণার দায়বদ্ধতা	১৪
	৩.৬ গবেষণার ফলাফল ব্যবহার	১৪

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
চতুর্থ অধ্যায়	৪.০ গবেষণা কর্মের ক্ষেত্রে ফেলোশিপ প্রদান	১৬
পঞ্চম অধ্যায়	৫.০ গবেষণা প্রস্তাবের আর্থিক ব্যবস্থাপনা	১৭
	৫.১ আংশিক অর্থ বরাদ্দ	১৭
	৫.২ বাংলাদেশ পুলিশ গবেষণা তহবিল	১৭
	৫.৩ অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ	১৭
	৬.০ গবেষণা নীতিমালা অনুমোদন, প্রয়োগ ও পরিবর্তন	১৮
সংযোজনী-১	টেন্ডার ফ্লো চার্ট	
সংযোজনী-২	কার্যাদেশ পরবর্তী গবেষণা সংশ্লিষ্ট ফ্লোচার্ট	
সংযোজনী-৩	গবেষণা শিরোনাম নির্ধারণ	
সংযোজনী-৪	গবেষণা প্রস্তাবের কাঠামো	